দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

কওমি সনদের স্বীকৃতি দিতে আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ১৪ আগস্ট, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি দিতে আইনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে 'কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান আইন, ২০১৮' এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়।

কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের বলেন, সেটাকে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সারা দেশে এখন ছয়টি বোর্ড কওমি মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এদেরকে নিয়ে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হবে। এর নাম হবে আলহাইয়্যাতুল উলিয়ালিল জামিয়াতুল কওমিয়া বাংলাদেশ, আর কার্যালয় হবে ঢাকায়।

২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ আহমদ শফী, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন পর্যালোচনা কমিটির আহ্বায়ক মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদসহ কয়েকশ আলেমের উপস্থিতিতে গণভবনে এক অনুষ্ঠানে কওমির সনদকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সনদ বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটিও সে সময় করা হয়।

২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল গঠিত ওই কমিটিকে এখন এ আইনে আনা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে, কমিটিতে নয় ধরনের ব্যক্তি থাকবেন।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সভাপতি কমিটির চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিসিলের সিনিয়র সহ-সভাপতি, কো-চেয়ারম্যান এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বা এর মহাসচিব মনোনীত আরো পাঁচজন সদস্য থাকবেন কমিটিতে। এছাড়া গওহরডাঙ্গার বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া, চট্টগ্রামের আন্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কওমিয়া, বগুড়ার আযাদদ্বীনি এদারায়ে তালিম, বগুড়ার তানজীমুল মাদারিসিল কওমিয়া এবং জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে দুইজন করে সদস্য কমিটিতে আসবেন। চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে যে কাউকে কমিটিতে যোগ করে নিতে পারবেন, তবে সব মিলিয়ে তা ১৫ জনের বেশি হবে না। কমিটি 'দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে' থাকবে।

২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল সরকার যে প্রজ্ঞাপণ জারি করেছিল সেটাকে এখন আইনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে শফিউল আলম বলেন, ওই প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে যে সনদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত যত সনদ দেওয়া হয়েছে তা এ আইন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। বোর্ড

কমিটি সনদ নিয়ে যাবতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। কমিটির নিবন্ধিত মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদিসের সনদ ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবির মাস্টার্স সনদের সমমান বিবেচিত হবে। এই কমিটির অধীনে ও তত্ত্বাবধানের দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা হবে। সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি, অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল ও সনদ তৈরিসহ অন্যান্য কাজে এক বা একাধিক কমিটি করা যাবে।”

আইনের উদ্দেশ্য পূরণে বিধি ও সংবিধি প্রণয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে জানিয়ে শফিউল আলম বলেন, অন্যান্য আইনে যাই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

সরকারের প্রতিনিধি ছাড়া একটি বোর্ডের মাধ্যমে কীভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হবে- সেই প্রশ্নে শফিউল আলম বলেন, কমিটি যেটা ছিল সেটাকে বোর্ড আকারে নিয়ে আসা হয়েছে, ছয়টি বোর্ডকে একীভূত করে এই বোর্ড করা হয়েছে।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশন ছাড়া মাস্টার্স ডিগ্রি কীভাবে দেওয়া হবে- এ প্রশ্নে শফিউল আলম বলেন, এটা একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। এটা মূলত কওমি মাদ্রাসায় প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে তাদেরকে মূল ধারায় নিয়ে আসা। সরকারের এই কাঠামোতে নিয়ে আসতে এটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত